ঢাকা ■ মঙ্গলবার ■ ১৫ নভেম্বর ২০২২ ভোরের কাগজ

পৃষ্ঠা-৩

বারিতে জরিপ ফলাফল প্রকাশ কর্মশালা

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগের উদ্যোগে 'ভূ-গর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ' সমীক্ষা প্রকল্পের প্রাথমিক জরিপ ফলাফল প্রকাশ কর্মশালা গতকাল সোমবার ইনস্টিটিউটের এফএমপিই বিভাগের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের 'ভূ-গর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ প্রকল্প' এর অর্থায়নে আয়োজিত এ কর্মশালায় বারি'র বিভিন্ন বিভাগ/কেন্দ্রের বিজ্ঞানী, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। বিজ্ঞপ্তি

বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকারপ্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালার উদ্বোধন করেন। বারি'র পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মো. কামরুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. ফেরদৌসী ইসলাম, পরিচালক (কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র) ড. সোহেলা আক্তার, পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র) ড. গোবিন্দ চন্দ্র বিশ্বাস। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান ড. মো. আনোয়ার হোসেন এবং প্রকল্পের প্রাথমিক জরিপ ফলাফল উপস্থাপন করেন সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক ড. সুজিৎ কুমার বিশ্বাস।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বারির মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার বলেন, আমাদের কৃষিতে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অধিক পরিমাণে পানি সেচের প্রয়োজন হচ্ছে। পাশাপাশি আমাদের কৃষকদের মধ্যে কোনো ফসলের জন্য কি পরিমাণ পানি সেচের প্রয়োজন সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় অনেক সময় পানির অপচয় হচ্ছে। কিন্তু এর ফলে আমাদের ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দিন দিন নিচে নেমে যাচ্ছে। পৃথিবীর ৩ ভাগ জল, ১ ভাগ স্থল হলেও আমরা এখনো দক্ষতার সঙ্গে পানির ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারিনি। তাই পানির কার্যকরী ও বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহার এখন সময়ের দাবি। আমি আশা করি, এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সার্বিক পানি ব্যবস্থাপনার একটি সঠিক সমীক্ষা প্রণয়ন করা সম্ভব হবে এবং এর মাধ্যমে একটি ভালো প্রতিবেদন উপস্থাপন করা যাবে।

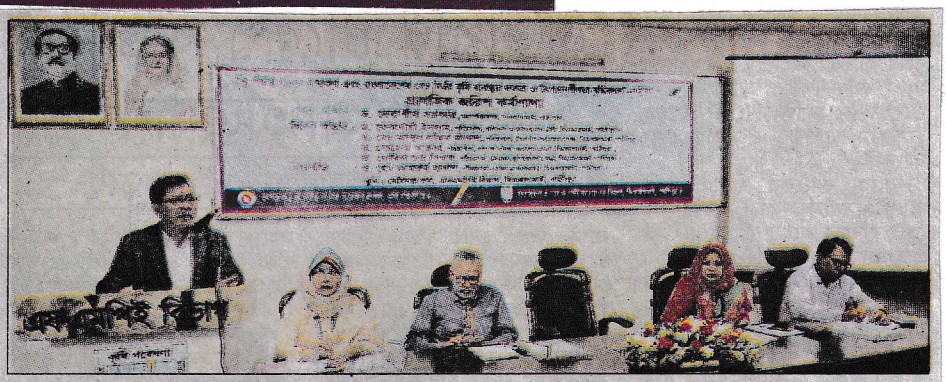

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগের উদ্যোগে 'ভূ-গর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ' সমীক্ষা প্রকল্পের প্রাথমিক জরিপ ফলাফল প্রকাশ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার। বিজ্ঞপ্তি।

মঙ্গলবার, ঢাকা ১৫ নভেম্বর ২০২২ ■ ৩০ কার্তিক ১৪২৯ ■ বর্ষ ২২ ■ সংখ্যা ৩০৭ ■ পৃষ্ঠা ১২ ■ মূল্য ৭ টাকা

জনগণের মুখপত্র

ভোরের দর্পণ

পৃষ্ঠা-৪

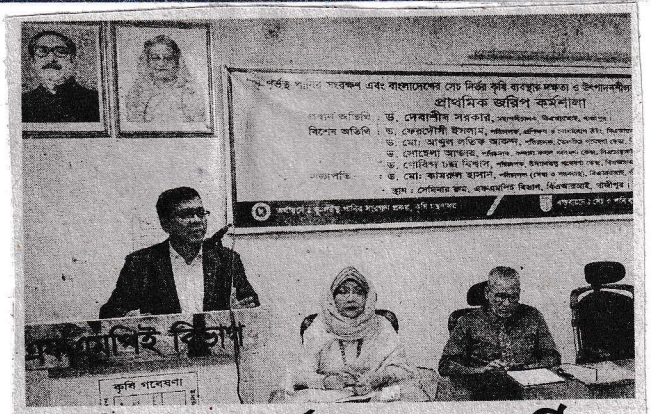

বারিতে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গাজীপুর প্রতিনিধি ●

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগের উদ্যোগে 'ভূ-গর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ' সমীক্ষা প্রকল্পের প্রাথমিক জরিপ ফলাফল প্রকাশ কর্মশালা গতকাল সোমবার ইনস্টিটিউটের এফএমপিই বিভাগের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের 'ভূ-গর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ প্রকল্প' এর অর্থায়নে আয়োজিত এ কর্মশালায় বারি'র বিভিন্ন বিভাগ/কেন্দ্রের বিজ্ঞানী, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। সকালে বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালার উদ্বোধন করেন। বারি'র পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মো. কামরুল হাসান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. ফেরদৌসী ইসলাম, পরিচালক (কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র) ড. সোহেলা আক্তার, পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র) ড. গোবিন্দ চন্দ্র বিশ্বাস। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান ড. মো. আনোয়ার হোসেন এবং প্রকল্পের প্রাথমিক জরিপ ফলাফল উপস্থাপন করেন সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক ড. সুজিৎ কুমার বিশ্বাস।

এগিয়ে থাকার জন্য
THE DAILY BHORER DAK
ভোরের ডাক
15 November, 2022
Tuesday
পৃষ্ঠা-৩

বারিতে ভূ-গর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ, দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ সমীক্ষা প্রকল্পের প্রাথমিক জরিপ ফলাফল প্রকাশ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগের উদ্যোগে 'ভূ-গর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ' সমীক্ষা প্রকল্পের প্রাথমিক জরিপ ফলাফল প্রকাশ কর্মশালা গতকাল সোমবার ইনস্টিটিউটের এফএমপিই বিভাগের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের 'ভূ-গর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ প্রকল্প'-এর অর্থায়নে আয়োজিত এ কর্মশালায় বারি'র বিভিন্ন বিভাগ/কেন্দ্রের বিজ্ঞানী, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। সকালে বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালার উদ্বোধন করেন। *-খবর বিজ্ঞপ্তি*

Page-4

দৈনিক
THE DAILY BANGLADESH KANTHA
মাটি ও মানুষের
বাংলাদেশ কণ্ঠ
bangladeshkantha.com
ঢাকা ॥ মঙ্গলবার ॥ ১৫ নভেম্বর ২০২২ইং ॥ ৩০ কার্তিক ১৪২৯ বাংলা

বারিতে ভূ-গর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ, দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ সমীক্ষা প্রকল্পের প্রাথমিক জরিপ

গাজীপুর প্রতিনিধি :
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগের উদ্যোগে 'ভূ-গর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ' সমীক্ষা প্রকল্পের প্রাথমিক জরিপ ফলাফল প্রকাশ কর্মশালা গতকাল ইনস্টিটিউটের এফএমপিই বিভাগের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের 'ভূ-গর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ প্রকল্প' এর অর্থায়নে আয়োজিত এ কর্মশালায় বারি'র বিভিন্ন বিভাগ/কেন্দ্রের বিজ্ঞানী, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। সকালে বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালার উদ্বোধন করেন। বারি'র পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মো. কামরুল হাসান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. ফেরদৌসী ইসলাম, পরিচালক (কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র) ড. সোহেলা আক্তার, পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র) ড. গোবিন্দ চন্দ্র বিশ্বাস। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান ড. মো. আনোয়ার হোসেন এবং প্রকল্পের প্রাথমিক জরিপ ফলাফল উপস্থাপন করেন সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক ড. সুজিৎ কুমার বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার বলেন, আমাদের

কৃষিতে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অধিক পরিমাণে পানি সেচের প্রয়োজন হচ্ছে। পাশাপাশি আমাদের কৃষকদের মধ্যে কোন ফসলের জন্য কি পরিমাণ পানি সেচের প্রয়োজন সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় অনেক সময় পানির অপচয় হচ্ছে। কিন্তু এর ফলে আমাদের ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর দিন দিন নিচে নেমে যাচ্ছে। পৃথিবীর ৩ ভাগ জল, ১ ভাগ স্থল হলেও আমরা এখনও দক্ষতার সাথে পানির ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারিনি। তাই পানির কার্যকরী ও বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহার এখন সময়ের দাবি। আমি আশা করি, এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সার্বিক পানি ব্যবস্থাপনার একটি সঠিক সমীক্ষা প্রণয়ন করা সম্ভব হবে এবং এর মাধ্যমে একটি ভাল প্রতিবেদন উপস্থাপন করা যাবে।

দৈনিক
সমকাল
আমরা নিরপেক্ষ নই
মঙ্গলবার ১৫ নভেম্বর ২০২২ • ৩০ কার্তিক ১৪২৯ • ১৯ রবিউস সানি ১৪৪৪ হিজরি

পৃষ্ঠা- ৫

বারিতে ভূ-গর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ প্রাথমিক জরিপ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গাজীপুর প্রতিনিধি

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগের উদ্যোগে 'ভূ-গর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ' সমীক্ষা প্রকল্পের প্রাথমিক জরিপ ফলাফল প্রকাশ কর্মশালা সোমবার ইনস্টিটিউটের এফএমপিই বিভাগের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের 'ভূ-গর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ প্রকল্প' এর অর্থায়নে আয়োজিত এ কর্মশালায় বারি'র বিভিন্ন বিভাগ/কেন্দ্রের বিজ্ঞানী, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। সকালে বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালার উদ্বোধন করেন। বারি'র পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মো. কামরুল হাসান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. ফেরদৌসী ইসলাম, পরিচালক (কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র) ড. সোহেলা আক্তার, পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র) ড. গোবিন্দ চন্দ্র বিশ্বাস। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান ড. মো. আনোয়ার হোসেন এবং প্রকল্পের প্রাথমিক জরিপ ফলাফল উপস্থাপন করেন সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক ড. সুজিৎ কুমার বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার বলেন, আমাদের কৃষিতে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অধিক পরিমাণে পানি সেচের প্রয়োজন হচ্ছে। পাশাপাশি আমাদের কৃষকদের মধ্যে কোন ফসলের জন্য কি পরিমাণ পানি সেচের প্রয়োজন সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় অনেক সময় পানির অপচয় হচ্ছে। কিন্তু এর ফলে আমাদের ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দিন দিন নিচে নেমে যাচ্ছে। পৃথিবীর ৩ ভাগ জল, ১ ভাগ স্থল হলেও আমরা এখনও দক্ষতার সাথে পানির ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারিনি।

দৈনিক নবচেতনা
সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে
The Daily Nabochatona
www.dailynabochatona.com
www.epaper.dailynabochatona.com
বর্ষ ৩১ সংখ্যা ১৭৫ ■ ঢাকা ■ মঙ্গলবার ■ ১৫ নভেম্বর ২০২২ ■ ৩০ কার্তিক ১৪২৯ ■ ১৯ রবিউস সানি ১৪৪৪

পৃষ্ঠা-৬

বারিতে ভূ-গর্ভস্থ পানির সংরক্ষণে সমীক্ষা প্রকল্প

সাইফুল্লাহ, গাজীপুর

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগের উদ্যোগে 'ভূ-গর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ' সমীক্ষা প্রকল্পের প্রাথমিক জরিপ ফলাফল প্রকাশ কর্মশালা আজ ১৪ নভেম্বর সোমবার ইনস্টিটিউটের এফএমপিই বিভাগের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের 'ভূ-গর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ প্রকল্প' এর অর্থায়নে আয়োজিত এ কর্মশালায় বারি'র বিভিন্ন বিভাগ/কেন্দ্রের বিজ্ঞানী, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। সকালে বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালার উদ্বোধন করেন। বারি'র পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মো. কামরুল হাসান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. ফেরদৌসী ইসলাম, পরিচালক (কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র) ড. সোহেলা আক্তার, পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র) ড. গোবিন্দ চন্দ্র বিশ্বাস। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান ড. মো. আনোয়ার হোসেন এবং প্রকল্পের প্রাথমিক জরিপ ফলাফল উপস্থাপন করেন সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক ড. সুজিৎ কুমার বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার বলেন, আমাদের কৃষিতে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অধিক পরিমাণে পানি সেচের প্রয়োজন হচ্ছে। পাশাপাশি আমাদের কৃষকদের মধ্যে কোন ফসলের জন্য কি পরিমাণ পানি সেচের প্রয়োজন সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় অনেক সময় পানির অপচয় হচ্ছে। কিন্তু এর ফলে আমাদের ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দিন দিন নিচে নেমে যাচ্ছে। পৃথিবীর ৩ ভাগ জল, ১ ভাগ স্থল হলেও আমরা এখনও দক্ষতার সাথে পানির ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারিনি। তাই পানির কার্যকরী ও বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহার এখন সময়ের দাবি। আমি আশা করি, এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সার্বিক পানি ব্যবস্থাপনার একটি সঠিক সমীক্ষা প্রণয়ন করা সম্ভব হবে এবং এর মাধ্যমে একটি ভাল প্রতিবেদন উপস্থাপন করা যাবে।

দায়িত্বশীলদের দৈনিক

মঙ্গলবার
১৫ নভেম্বর ২০২২, ৩০ কার্তিক ১৪২৯

দেশ রূপান্তর

পৃষ্ঠা-১১

বারিতে ভূগর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ বিষয়ে কর্মশালা

গাজীপুর প্রতিনিধি

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে (বারি) ভূগর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ বিষয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার সকালে ইনস্টিটিউটের এফএমপিই বিভাগের সেমিনার কক্ষে 'ভূগর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচনির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ' সমীক্ষা প্রকল্পের প্রাথমিক জরিপ ফলাফল প্রকাশ কর্মশালা হয়।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের 'ভূগর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ প্রকল্প'-এর অর্থায়নে কর্মশালায় বারির বিভিন্ন বিভাগ/কেন্দ্রের বিজ্ঞানী, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

সকালে বারির মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালার উদ্বোধন করেন। বারির পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মো. কামরুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. ফেরদৌসী ইসলাম, পরিচালক (কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র) ড. সোহেলা আক্তার, পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র) ড. গোবিন্দ চন্দ্র বিশ্বাস, প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক ড. সুজিৎ কুমার বিশ্বাস।

নগর সংস্করণ

আজকের পত্রিকা

মঙ্গলবার | ১৫ নভেম্বর ২০২২ | ৩০ কার্তিক ১৪২৯ | ১৯ রবিউস সানি ১৪৪৪ | বর্ষ ২ | সংখ্যা ২৬৪

পৃষ্ঠা-৭

বারিতে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার বিষয়ক কর্মশালা

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরের বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে (বারি) 'ভূগর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ ও বাংলাদেশের সেচনির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ' সমীক্ষার প্রাথমিক জরিপের ফলাফল প্রকাশ কর্মশালা হয়েছে।

গতকাল সোমবার ইনস্টিটিউটের এফএমপিই বিভাগের সেমিনার কক্ষে এ কর্মশালার আয়োজন করে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ। কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভূগর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ প্রকল্পের অর্থায়নে এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধন করেন বারির মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার।

বারির পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) মো. কামরুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগ ও কেন্দ্রের বিজ্ঞানী, কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

The New Nation
Independent Daily
Dhaka, Tuesday, November 15, 2022

পৃষ্ঠা-২০

GAZIPUR : The Irrigation and Water Management (IWM) Division of Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) has arranged day-long workshop on 'baseline survey results publication of conservation of ground water and raising its use efficiency and productivity in irrigated agriculture in Bangladesh project' at the FMPE Division Seminar Room of BARI on Monday. ■ NN photo

The daily
TRIBUNAL
RIGHTS FOR THE PEOPLE

Visit The Daily Tribunal Website and ePaper

Dhaka ● Volume 8 ● Issue 298 ● Reg. No. DA 6340 | Tuesday, 15 November 2022 | 30 Kartik 1429 ● 19 Rabi Us Sani 1444 ● 12 Pages, Tk. 8 | www.dailytribunal24.com

International
Japan PM to meet China's Xi in Bangkok on Thursday
Page-8

Supplement
Fire Service and Civil Defence Week-2022
Page-3

Entertainment
Nusrat on not getting married after 3yrs of engagement
Page-10

Sports
Mbappe on target for five-goal PSG before World Cup
Page-9

BARI holds workshop on ground water conservation

Gazipur Correspondent

The Irrigation and Water Management (IWM) Division of Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) arranged a day-long workshop on 'Baseline survey results publication of conservation of ground water and raising its use efficiency and productivity in irrigated agriculture in Bangladesh project' at the FMPE division seminar room of BARI on Monday.

Representatives of BARI, Bangladesh Agricultural Development Corporation, Department of Agricultural Extension and Barind Multipurpose Development Authority participated in the workshop organized under the funding of conservation of ground water project. BARI Director General Dr. Debasish Sarker was present as the chief guest at the workshop while BARI Director (Support & Services) Dr. Md. Kamrul Hasan chaired it.

BARI Director (Training & Communication Wing) Dr. Ferdouse Islam, Director (Tuber Crops Research Center) Dr. Sohela Akter and Director (Horticulture Research Centre) Dr. Gobinda Chandra Biswas were present as the special guests.

Chief Scientific Officer and Head of the IWM Division Dr. Md. Anower Hossain gave the welcome speech and Principal Scientific Officer of IWM Division and Project Coordinating Director of the project Dr. Sujit Kumar Biswas presented the baseline survey results of the project. In his speech as the chief guest, BARI Director General Dr. Debashish Sarker said, "We need more irrigation to increase crop production. Besides, our farmers are wasting a lot of water as they do not have any accurate idea about the amount of water required for any crop. As a result, our groundwater level is going down day by day. Although three-fourth of the world is water and one-fourth is land. We still cannot ensure efficient use of water. Therefore effective and scientific use of water is the need of the hour. I hope, through this project, it will be possible to prepare a proper survey of the overall water management of the country and thereby present a good report."

মঙ্গলবার, ৩০ কার্তিক ১৪২৯
১৯ রবিউস সানি, ১৪৪৪ হিজরি
১৫ নভেম্বর ২০২২
www.ittefaq.com.bd

দৈনিক ইত্তেফাক

প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

পৃষ্ঠা-১৪

পাহাড়ে কফি চাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনা

সমতলেও সুযোগ রয়েছে

কফি চাষ গবেষণা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী পরিচালক ড. মো. আলতাফ হোসেন জানিয়েছেন, পাহাড় এবং সমতল সব স্থানেই কফি চাষ করা সম্ভব। তবে পাহাড়ি উঁচু ও মধ্য উঁচু জমিতে সফলভাবে কফি চাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে

কাপ্তাই (রাঙ্গামাটি) : পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের গাছে কফি ধরে আছে —ইত্তেফাক

■ কাপ্তাই (রাঙ্গামাটি) সংবাদদাতা

বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে কফি অত্যন্ত জনপ্রিয় পানীয়। অর্থকরী ফসল হিসেবে কফির খুব কদর রয়েছে। আমাদের দেশেও এখন কফির চাহিদা ব্যাপক। চাহিদার প্রায় ৯৫ শতাংশ কফি আমদানি করা হয়। অথচ আমাদের দেশেও কফি চাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে। চেষ্টা করলে বর্তমান আমদানির ৫০ ভাগেরও বেশি কফি আমরা নিজেদের দেশ থেকেই পেতে পারি। দেশে কফি চাষ এবং গবেষণার জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। কফি চাষ গবেষণা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক ড. মো. আলতাফ হোসেন জানিয়েছেন।

কফি চাষ গবেষণা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী বলেন, গবেষণায় দেখা গেছে, আমাদের দেশে ভালো মানের কফি চাষ সম্ভব। আর এই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। তিন পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবানের পাহাড়ি এলাকায় প্রচুর কফি চাষ সম্ভব। সমতল অঞ্চলের সিলেট, মৌলভীবাজার, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ এবং শেরপুর জেলায়ও কফি চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যে পাহাড়ি এলাকাসহ সমতলের বিভিন্ন অঞ্চলে কফি চাষ শুরু হয়েছে বলেও ড. মো. আলতাফ হোসেন জানান।

সংশিষ্ট সূত্র জানায়, ২০০১ সালে বিদেশ থেকে কিছু কফির গাছ আমদানি করে রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলায় অবস্থিত পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র রাইখালীতে পরীক্ষামূলকভাবে চাষ শুরু হয়। অল্প দিনেই কফি চাষে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। এর পর থেকেই তিন পার্বত্য জেলাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কফি চাষ শুরু হয়।

প্রকল্প পরিচালক ড. মো.আলতাফ হোসেন ২০১৯-২০ অর্থবছরে কাপ্তাই উপজেলার পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র রাইখালীতে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সেই অর্থবছরে দেশে ১ হাজার ১৮ দশমিক ৩ হেক্টর জমিতে কফির বিন উৎপন্ন হয়েছে ৫৫ দশমিক ৭৫ মেট্রিক টন। বর্তমানে ড. আলতাফ হোসেন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রকল্প পরিচালক হিসেবে কফির চাষ বৃদ্ধিতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে ড. আলতাফ হোসেন পাহাড়ি এলাকাসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল ভ্রমণ করছেন।

তিনি বলেন, পাহাড় এবং সমতল সব স্থানেই কফি চাষ করা সম্ভব। তবে পাহাড়ি উঁচু ও মধ্য উঁচু জমিতে সফলভাবে কফি চাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু কফি চাষের অনুকূলে হওয়ায় ভালো ও উন্নত স্বাদের ও ঘ্রানের কফি চাষ এখানে সম্ভব। কফি চাষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। অ্যারাবিকা কফি চাষের জন্য ১৫-২৪ ডিগ্রি এবং রোবাস্টা জাতের কফির জন্য ২৪-৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা প্রয়োজন, যা আমাদের দেশের কয়েকটি অঞ্চলে বিদ্যমান রয়েছে। কফি চাষ করে কৃষকসহ যে কেউ স্বাবলম্বী হতে পারবেন। দেশব্যাপী কফি চাষ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কৃষক অথবা সাধারণ জনগণ কফি চাষে আগ্রহী হলে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে কফি গাছের চারা এবং সার বিনামূল্যে সরবরাহ করা হবে বলে জানান প্রকল্প সমন্বয়কারী।

তিনি উল্লেখ করেন, প্রকল্প এলাকা কাপ্তাইয়ের পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র রাইখালী এবং খাগড়াছড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের কফি বাগানে মাত্র তিন বছর আগে রোপিত শত শত গাছে প্রচুর পরিমাণে থোকায় থোকায় কফি ধরে আছে। জানা গেছে, একটি গাছে তিন কেজি পর্যন্ত কফি হতে পারে। কফি চাষে আগ্রহীদের কৃষি গবেষণা কেন্দ্র থেকে প্রয়োজনীয় উৎপাদন সহযোগিতা গ্রহণ করার জন্য প্রকল্প পরিচালক ড. মো. আলতাফ হোসেন আহ্বান জানান।